বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশিবাজার, ঢাকা

মাদ্রাসা সিলেবাস সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রচার নিরসনে মাদ্রাসা বোর্ডের বক্তব্য

নং পাঠ্য/১৬৪৯৮/এস:২, তারিখ: ২৭-৩-১৯৮৩ ইং

সম্প্রতি মাদ্রাসা ছাত্রদের একটি সংগঠনের তরফ থেকে প্রচারিত একটি হ্যাণ্ডবিলের প্রতি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এই হ্যাণ্ডবিলে সিলেবাস সংক্রান্ত কতগুলি অভিযোগ করা হয়েছে যা বিভ্রান্তিমূলক। অতএব এই বিভ্রান্তি নিরসনকল্পে সকলের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, উক্ত হ্যাণ্ডবিলে কথিত "পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, জীব বিদ্যা ও অংক শাস্ত্রকে বাধ্যতামূলক করে দাখিল ৬ষ্ঠ বর্ষের পরীক্ষার পূর্ণমান ১১ শত করার" অভিযোগটি সত্য নহে। ১৯৮৪ সনের সিলেবাসে দাখিল পরীক্ষায় সাধারণ বিজ্ঞান ব্যতীত আলাদাভাবে উক্ত বিষয়গুলি পাঠ্যভুক্ত নহে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত বিষয়গুলি ১৯৮৪ সনের আলিম (বিজ্ঞান) গ্রুপ ও ফাজিল (বিজ্ঞান) গ্রুপেই পাঠ্য। ১৯৮৫ সনের দাখিল পরীক্ষার সিলেবাস নির্ধারণের জন্য অত্র বোর্ডের কোন সিদ্ধান্ত এখনও গৃহীত হয় নাই। অতএব এই অভিযোগটি ১৯৮৫ সনের বেলায়ও প্রযোজ্য নহে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ১৯৮৫ সন বা পরের বছরগুলোতে দাখিল পরীক্ষায় সাধারণ বিজ্ঞান ব্যতীত আলাদাভাবে উক্ত বিজ্ঞান বিষয়গুলি পাঠ্যভুক্ত থাকবে না, তবে পূর্ব হতেই দাখিল পরীক্ষায় অংক বিষয়টি পাঠ্যভুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকতে পারে। পূর্ণমান এগারশত করার কথাও ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণমান ১০০০-এর অধিক কখনও কোন পরীক্ষায় হতে পারে না। ১৯৮৫ সনের দাখিল পরীক্ষায় পূর্ণমান কত হবে এবং সাধারণ বিষয় কত নম্বর থাকবে এবং কি কি বিষয় থাকবে তা পরবর্তী সময় নির্ধারিত হবে। অতএব প্রত্যেক মাদ্রাসায় বিজ্ঞান বিভাগ ও গবেষণাগার খোলার প্রশ্নই উঠে না। ১৯৮৫ সনের দাখিল পরীক্ষায় উছুলে শাশী থাকার বিষয়টিও পরবর্তী সময় নির্ধারিত হবে। নুরুল আনোয়ার কিতাবটি সর্বদাই আলিমের পাঠ্য হিসাবে চালু আছে। কোন কোন মহল হতে মাদ্রাসা ধ্বংস/মাদ্রাসা নিউ স্কিম করা/মাদ্রাসাকে স্কুল-কলেজ করার অভিযোগ করা হচ্ছে। তাদের একটি আপত্তি হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা বাংলা এবং ধর্মীয় ভাষা আরবী চালুকরণ। অত্র বোর্ড মনে করে যে, সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা মাতৃভাষা ও আরবী ভাষার মাধ্যম ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম সর্বস্তরে বাংলা এবং শুধুমাত্র ফাজিল ও কামিল স্তরে কোরআন ও হাদীছ অধ্যয়নের জন্য আরবী মাধ্যম চালু করা হয়েছে। যারা মাতৃভাষা বাংলা এবং দীনিভাষা আরবীর বিরোধিতা করেন তারা মাধ্যম হিসাবে কোন ভাষা চান তা অবশ্যই বোধগম্য কারণেই ব্যক্ত করতে না পেরেই মাদ্রাসা ধ্বংস বা নিউ স্কিম করা বা স্কুল-কলেজ করার অপবাদ দিচ্ছেন। তাদের আর একটি আপত্তি হল পাঠক্রমে ইসলামী বিষয়সমূহের নম্বর কমিয়ে অল্পমাত্রায় রাখা হয়েছে এবং এ যুক্তির সপক্ষে তারা ফাজিল (বিজ্ঞান) গ্রুপের ইসলামী বিষয়সমূহের মোট নম্বর ২০০ রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এ যুক্তিটিও বিভ্রান্তিমূলক, কারণ ১৯৭৫ সালের সিলেবাস প্রণয়নকারিগণই ফাজিল (বিজ্ঞান) গ্রুপে ইসলামী বিষয়ের নম্বর ২০০ নির্ধারণ করেছিলেন। অত্র বোর্ড শুধু ১৯৮৪ সনের সিলেবাসে আগের বরাদ্দকৃত নম্বর বহাল রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৫ সালের সিলেবাস প্রণেতাগণ বাধ্যতামূলক ইসলামী বিষয়সমূহে দাখিল পরীক্ষায় ৪০০, আলিম (সাধারণ) গ্রুপে ৬০০, আলিম (বিজ্ঞান) গ্রুপে ৪০০, ফাজিল (সাধারণ) গ্রুপে ৭০০, ফাজিল (বিজ্ঞান) গ্রুপে ২০০ নম্বর বণ্টন করেছিলেন। অথচ অত্র বোর্ড ১৯৮৪ সনের সিলেবাসে বাধ্যতামূলক ইসলামী বিষয়সমূহে দাখিল পরীক্ষায় ৪০০, আলিম (সাধারণ) গ্রুপে ৭০০, আলিম (বিজ্ঞান) গ্রুপে ৪০০, ফাজিল (সাধারণ) গ্রুপে ৮০০ এবং ফাজিল (বিজ্ঞান) গ্রুপে ২০০ নম্বর বণ্টন করেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অত্র বোর্ড পূর্বের তুলনায় বাধ্যতামূলক ইসলামী বিষয়ে আলিম ও ফাজিলে অধিক নম্বর বরাদ্দ করেছে। এছাড়া ইতিমধ্যেই ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী পৌরনীতি ও ইসলামী ভূগোলের পাঠ্যসূচী প্রণীত হয়েছে। এর পরেও যারা মাদ্রাসা ধ্বংস/নিউ স্কিম করা/স্কুল-কলেজ করার অপবাদ দিচ্ছেন তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া উপায় নেই। মাদ্রাসাগুলো যদি নিউ স্কিম বা স্কুল-কলেজে পরিণত হয় তবে তার দায়িত্ব ১৯৭৫ সালের সিলেবাস প্রণেতাগণ বহন করবেন, অত্র বোর্ড নয়। যা হোক দাখিল, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষার যে সকল বিষয়সমূহের প্রশ্নোত্তর আরবীতে দেয়া ১৯৮৬ সালে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, ছাত্র ও শিক্ষকগণের সুবিধার্থে তাহা পর্যায়ক্রমে ১৯৮৬ সালের পরিবর্তে ১৯৮৮ সালে তা সম্পূর্ণ হবে। তাছাড়া আলিম শ্রেণীর শরহে বেকায়া গ্রন্থের জিহাদ, কোরবানী, শিকার অধ্যায়সমূহ বাজারে না পাওয়া পর্যন্ত পাঠ্যভুক্ত থাকবে না। সংশ্লিষ্ট সকলকে আশ্বাস দেয়া যাচ্ছে যে, পূর্ব হতে ইসলামী বিষয়সমূহে যে নম্বর বণ্টন করা আছে ভবিষ্যতে সে নম্বর কমানত হবেই না, বরং ইসলামী বিষয়সমূহের নম্বর সম্ভব হলে আরও বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে। আরও জানান যাচ্ছে যে, পূর্বে মাদ্রাসা শিক্ষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়েই সিলেবাস তৈরী হয়েছিল এবং ১৯৮৫ বা তার পরের বছরগুলোর সিলেবাসও মাদ্রাসা শিক্ষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়েই তৈরী হবে। মাদ্রাসা টেক্সট বুক বোর্ড গঠনের ক্ষমতা অত্র বোর্ডের নেই। এটা সরকারের এখতিয়ারভুক্ত। তদ্রূপ মাদ্রাসা শিক্ষকদের ট্রেনিং দেয়ার ক্ষমতাও অত্র বোর্ডের নেই, এটাও সরকারের এখতিয়ারভুক্ত।

অত্র বোর্ড আশা করছে যে, ভবিষ্যতে সিলেবাস সংক্রান্ত বিষয়ে কাহারও মনে আর কোন বিভ্রান্তি থাকবে না।

(মোঃ ছায়ীদুর রহমান খান),
পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞ,
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

সিডি—৭২৮